



130290 - রমজান মাসেরে দিনেরে বেলোয় মানসকি ভারসাম্যহীন ব্যক্তকি খাদ্য ও পানীয় পরবিশেন করত
দোষ নহে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রমজান মাসেরে প্রথম দিন এক বৃদ্ধা আমার সাথে দেখা করছেন। তাঁর বয়স ১০০ বছরের মত হবে। কখনও তাঁর হুশ থাকে, আবার কখনও থাকে না। তিনি আমার কাছে কফি চাইলেন। আমি তাঁকে কফি বানিয়ে খাইয়েছি। এতে কি আমার গুনাহ হবে? অবশ্য আমি তাঁকে বলছিলাম আমরা এখন রমজান মাসে আছি। আমাকে এর উত্তর জানিয়ে বাধতি করবেন। আল্লাহ আপনাদেরে মঙ্গল করুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

“যদি বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, উনি বহুশ এবং বুদ্ধি-বিকলতা ও বারধক্য আক্রান্ততবে তাঁকে কফি বানিয়ে খাওয়াতে কোন দোষ নহে। কারণ তাঁর উপর সিয়াম পালন আবশ্যিক নয়। তার কিছু হুশ থাকা যমেন তিনি বলতে পারেন, ‘তোমরা এটি কর বা এটি দাও’ তারবিকি-বুদ্ধি বিহাল থাকার প্রমাণ বহন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যনি ১০০ বছর বয়সে পৌঁছেছেন তারবিকি-বিরয়ও পরিবর্তন ঘটবে। আপনি যদি তাঁর অবস্থা দেখে বোঝেন যে, তিনি হুশ হারিয়ে ফেলেছেন এবং ভারসাম্যহীনতবে তাঁর পানাহার করায় কোন দোষ নহে। আর আপনি যদি দেখেন যে, তার হুশ আছে এবং তিনি রিজা পালনে অবহলো করছেনতবে কফি বা অন্য কিছু দিবেন না - যাত করে আপনি গুনার কাজে সাহায্যকারী না হন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

[وَتَعَاوَنُوا عَلَيَّا لِلْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَيَّا لِإِثْمٍ وَالْعُدْوَانِ] [5 المائدة : 2]

“পুণ্য কাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে একে অন্যকে সহযোগিতা কর না।” [৫ সূরা আল-মায়দা: ২]

তাই কোন সুস্থ মুসলমি রমজান মাসে খাবার চাইলে তাকে তা দেওয়া যাবে না। খাবার, পানীয়, ধূমপান কিছুই করতে দেওয়া যাবে না। কোন গুনাহর কাজে সাহায্য করা যাবে না। আর যাদেরে হুশ নহে যমেন- উন্মাদ, অতবুদ্ধি, পাগল ও অতবুদ্ধি এদেরে ক্ষেত্রে কোন গুনাহ হবে না। কারণ তারারিজা পালনেরে দায়িত্ব থকে মুক্ত।” সমাপ্ত



মাননীয় শাইখ আব্দুলআযীয বনি বাযরাহমিহুল্লাহ